প্রথম মহিলা চ্যান্সেলরের চ্যালেঞ্জ

জার্মানি থেকে **নাজমুন নেসা পিয়ারি**

জার্মানির রাজনীতির আকাশ থেকে সবে গেছে কুয়াশা। স্পষ্ট হয়েছে ক্ষমতা বন্টনের চিত্র। নির্বাচনের তিন সপ্তাহ পরে ১০ অক্টোবর ঘোষিত হয় জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর হতে চলেছেন খ্রীষ্টিয় গণতন্ত্রী (সিডিইউ) দলের নেত্রী ৫১ বছর বয়সী এ্যাঙ্গেলা মেরকেল। এবং গেরহার্ট শ্রোডার কোয়ালিশন সরকারে থাকবেন না সে দিন বলে বিদায় নেন বার্লিন থেকে এবং তার নিজের জায়গা হানোফারে যান। সেখানে শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বেশ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে। বলেন, 'আমি জানি আমার উৎস কোথায়- আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গেই থাকবো।' তাঁর জীবন সহজ ছিল না। শৈশবে বাবাকে হারান। মা ঘর পরিষ্কার করা ধোয়া মোছার কাজ করার মত সাধারণ কাজ করতেন। জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'পুৎস ফ্রাও'। শ্রোডার ছিলেন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ শ্রমিক। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কখনো হাল ছেড়ে দেননি তিনি। আর এই মনোবলই তাকে ক্ষমতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। সাত বছর জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন তিনি। শ্রোডারের পর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল যেন ঝড়ের মুখে জাহাজের হাল ধরলেন। চ্যান্সেলর পদটির জন্য মনোনীত হবার পর কেমন লাগছে বলতে গিয়ে তিনি জানান। 'আমার ভালো লাগছে, কিন্তু আমি জানি আমার সামনে অনেক কাজ রয়েছে।' চ্যান্সেলরের সহকারী মনোনীত হন সামাজিক গণতন্ত্রী দলের (এসপিডি) নেতা মুনটেফেরিং। দক্ষ সংগঠক হিসেবে তার নাম রয়েছে। মুনটেফেরিং বলেন, 'আগামী বছরগুলোতে বেকারত্ব মোচনের জন্য লড়াই করে যেতে হবে। তাই এই কোয়ালিশনকে অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালিত করার কাজে নিয়োজিত হবে হবে।' জার্মানির ১২.২ শতাংশ বেকারত্বের হারই বোধহয় নির্বাচনে হার মানায় শ্রোডারকে। এসপিডি এবং সিডিইউ/সিএমইউ-কোয়ালিশনের এই দুই বড় দলই মনে করছে

নব নিযুক্ত চ্যান্সেলর এ্যাঙ্গেলা মেরকেল

জার্মানির জটিল আয়কর ব্যবস্থাকে সহজ করতে হবে।

এ্যাঙ্গেলা মেরকেল অবশেষে চ্যান্সেলরের পদটি ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন এটা প্রায় নিশ্চিত হলেও তিনি যেন মুকুটহীন রানীর মতোই এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। জার্মানির বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা থেকে জানা যায় এমন ভোটদাতাদের অনেকে মনে করেন চ্যান্সেলর পদটি শ্রোডার এবং মেরকেল- এই দুজনের কেউই না পেয়ে অন্য কেউ পেলে ভালো হতো। এর কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো মহিলা বলে কিংবা জার্মানির পূর্বাংশ অর্থাৎ সাবেক পূর্ব জার্মানির মানুষ বলে অথবা মেরকেলের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার মতো ক্ষমতার অভাব রয়েছে বলে। দুই পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই সিএসইউ দলনেতা স্টয়বার এবং এসপিডির দলনেতা মুনটোফেরি তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিলেন। দুটি বড় দলের কোয়ালিশনের ফলে সামাজিক গণতন্ত্রী দল যা করতে চেয়েছিল তা করতে খুব একটা অসুবিধায় পড়বে বলে মনে হয় না। সিডিইউর ভোটদাতারা নিরাশ হয়েছেন। অনেকেই বলছেন এই কোয়ালিশনের জন্য তাদের উচ্চমূল্য দিতে হবে।

জার্মানির সাধারণ নির্বাচনের একমাস পরে ১৮ অক্টোবর সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্ডেসটাগের প্রথম অধিবেশন বসে। নব নির্বাচিত সাংসদরা বিপুল ভোটে সিডিইউ দলের নর্বাট লামার্টকে স্পিকার নির্বাচন করেন। আগামী সরকার গঠিত হওয়া অবধি আপাতত গেরহার্ট শ্রোডার চ্যান্সেলার হিসেবে কাজ করে যাবেন। জার্মান প্রেসিডেন্ট হোরস্ট কোয়েলার চ্যান্সেলার শ্রোডার ও বর্তমান মন্ত্রিসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় দিয়েছেন। তবে আগামী মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়া পর্যন্ত তাদেরও কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

১৮ অক্টোবর সিডিইউ/ সিএসইউ দলের পক্ষ থেকে এঙ্গেলা মেরকেল ঘোষণা করেন নতুন সরকারে তাদের দল থেকে কে কোনো মন্ত্রীপদ পেতে চলেছেন। এমপিডি দলের পক্ষ থেকে চ্যান্সেলার শ্রোডার অবশ্য এর এক সপ্তাহ আগেই তার দলের পক্ষ থেকে মনোনীত মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেছেন। এসপিডির পক্ষ থেকে ৮টি এবং সিডিইউ/সিএসইউ'র পক্ষ থেকে মনোনীত হয় ৬টি মন্ত্রীপদ। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মন্ত্রীপদের দায়িত্ব দেওয়া হয় জার্মান রাজনীতির পরিমন্ডলে তত পরিচিত নন এমন দুজনকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে মনোনীত হন ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার। তিনি এসপিডি দলের সদস্য এবং চ্যান্সেলার শ্রোডাদের দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। শ্রোডাদের সঙ্গে

জার্মানির বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা থেকে জানা যায় এমন ভোটদাতাদের অনেকে মনে করেন চ্যান্সেলর পদটি শ্রোডার এবং মেরকেল- এই দুজনের কেউই না পেয়ে অন্য কেউ পেলে ভালো হতো। এর কারণ অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো মহিলা বলে কিংবা জার্মানির পূর্বাংশ অর্থাৎ সাবেক পূর্ব জার্মানির মানুষ বলে অথবা মেরকেলের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার মতো ক্ষমতার অভাব রয়েছে বলে। দুই পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই সিএসইউ দলনেতা স্টয়বার এবং এসপিডির দলনেতা মুনটোফেরি তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিলেন

সাবেক চ্যান্সেলর গেরহার্ট শ্রোডার

তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সে কারণেই তার অভিজ্ঞতা রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোনীত হয়েছেন সিডিইউ পার্টির ফ্রান্স ইয়োজেফ ইয়ং। তিনি হেসে রাজ্যের সংসদীয় গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

সম্প্রতি জার্মানির এক দৈনিকে বিদায়ী চ্যান্সেলার শ্রোডার বলেন, 'এঙ্গেলা মেরকেলকে আমি সহযোগিতা করবো।' লক্ষণীয় যে কয়েক সপ্তাহের ক্ষমতার লড়াই ও তিক্ততার পরে দেশের মঙ্গলের কথা ভেবেই উভয় পক্ষ বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে সহযোগিতার কথা ভাবতে শুরু করেছে। যে শ্রোডার নির্বাচনের ফলাফলের পর এঙ্গেলা মেরকেলকে কোনো ভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি, আজ তার দলের স্বার্থে, তার সরকারের সংস্কার নীতিকে কার্যকর করার জন্য তিনিই আবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে এবারে এঙ্গেলা মেরকেল দেশের হাল কিভাবে ধরবেন তার উত্তর একমাত্র সময়ই দিতে পারে। মেরকেল রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেন ১৯৮৯ সালে 'ডেমেক্রাটিশে আউফবাও'-এর সদস্য হিসেবে। বার্লিন দেয়াল ভাঙার পর ১৯৯০ সালে তিনি ডে মেজিয়েরের ডেপুটি স্পোকস্‌ম্যান ছিলেন। তখন রক্ষণশীল খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী অর্থাৎ সিডিইউ দলের সদস্য হন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সিডিইউ দলের উপ-প্রধান ছিলেন। ১৯৯৩ থেকে মেকলেনবুর্গ ফোরপোমারনের সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যুব ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ অবধি ছিলেন পরিবেশ মন্ত্রী। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সিডিইউর সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। ২০০০ সালের ১০ এপ্রিল থেকে সিডিইউ পার্টির প্রধান ছিলেন। ২০০২ থেকে সংসদে সিডিইউ/সিএসইউর সংসদীয় গোষ্ঠীতে প্রধান ছিলেন। শৈশবে পিতা মাতার সঙ্গে পশ্চিম থেকে চলে যায় পূর্বে। ১৯৫৪ সালের ১৭ জুলাই জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের হামবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। প্রোটেস্টান্ট ধর্মযাজক বাবার সঙ্গে একেবারে ছোট অবস্থায়ই তাকে চলে যেতে হয় সাবেক পূর্ব জার্মানির টেম্পলিন এলাকায়। সেখানেই পিতামাতার স্নেহে বেড়ে ওঠেন এবং 'আবিটিউর' অর্থাৎ স্কুলের পাঠ শেষ করেন। তারপর সাবেক পূর্ব জামার্নিরই লাইপসিংগ শহরে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পদার্থ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি বিজ্ঞান একাডেমিতে কাজ করেন। দুই জার্মানি একত্রিত হবার পর রাজনীতির জগতের সদর দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয় আর আজ জার্মানির পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশ মিলিয়ে সমগ্র জার্মানির ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন তিনি। জার্মানির দুটি বড় রাজনৈতিক দলের কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় অবশেষে গ্র্যান্ড কোয়ালিশন গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়েছে ১০ অক্টোবর। এ আলোচনা চলতে পারে নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তাই জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলার হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে সিডিইউ দলনেত্রী এঙ্গেলা মেরকেলকে সে অবধি অপেক্ষা করতে হবে।